ইত্তেফাক

তারিখ ... ২৭।৬।৭৯ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ২ কলাম ১ ... ...

পরলোকে কবি বন্দে আলী

কবি বন্দে আলী মিয়া আর আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া নাই। গত বুধবার দুপুরে রাজশাহীর কাজিহাটায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে···রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৩ বছর। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

কবি বন্দে আলী মিয়া ছিলেন মূলতঃ শিশু সাহিত্যিক। গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ছড়া ও কবিতার সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত লেখক। বাংলাদেশে সম্ভবতঃ এমন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি নাই যিনি বাল্যবয়সে তাঁহার কোন না কোন কবিতা, ছড়া বা গল্প পাঠ করেন নাই। তাঁহাকে এদেশের সর্বাধিক গ্রন্থের প্রণেতাও বলা হয়। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১১১। অপ্রকাশিত গ্রন্থও রহিয়াছে অনেকগুলি। বস্তুতঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মাটি আর মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁহার নিবিড় সম্পর্ক। তাই কবি জসীমউদ্দীনের পর তাঁহার লেখায় গ্রাম বাংলা ও তাহার মানুষের জীবনবোধ যেভাবে বিধৃত হইতে দেখি অন্যদের লেখায় তাহা লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার কলমিলতা কবিতা, ময়নামতির চর, অনুরাগ, দক্ষিণ দিগন্ত বা কলগীতি কাব্য এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি বন্দে আলী মিয়া চিত্রশিল্পী হিসাবে জীবন শুরু করিলেও সাহিত্যিক হিসাবেই তিনি সর্বাধিক পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অবিভক্ত বাংলায় মুষ্টিমেয় যে কয়জন মুসলিম সাহিত্যিক বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদের শীর্ষে। তিনি কলিকাতায় কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, সদালাপী ও নিরহঙ্কার ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাঁহাকে ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কারে ভূষিত করা হইয়াছিল। কিন্তু একজন বরেণ্য সাহিত্যিক ও তাঁহার পাঠকদের নিকট যাহা সবচাইতে কাম্য, তাহা হইতেছে তাঁহার সমগ্র রচনা প্রকাশ। কবি বা কোন প্রকাশকের পক্ষে তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। আমরা মনে করি সরকার পরিচালিত শিশু একাডেমী বা বাংলা একাডেমী এ দায়িত্বটি পালন করিতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবি বন্দে আলী মিয়া নিছক একজন সাহিত্যিক বা লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাহকও। সে জন্যই তাঁহার মৃত্যুকে আমরা জাতীয় ক্ষতি বলিয়াই মনে করি।